সম্পদের অভিশাপ-২

রজার মুডি

এই লেখাটি খনি বিশেষজ্ঞ রজার মুডি (Roger Moody) রচিত এবং ২০০৭ সালে প্রকাশিত Rocks and Hard Places: The Globalization of Mining গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ। *সর্বজনকথা*র জন্য এটি অনুবাদ করেছেন ***অপরাজিতা মিত্র***। গত সংখ্যায় ভুলক্রমে অনুবাদকের নাম ছাপা হয়েছিল অপরাজিতা দে, আমরা এজন্য খুবই দু:খিত। তিন পর্বে প্রকাশিতব্য লেখার এটি দ্বিতীয় পর্ব।

পূর্বে প্রকাশিতের পর...

এ ছাড়া সামরিক জান্তা চলতি হিসাবের ঘাটতি পূরণ এবং জাতীয় ঋণ পরিশোধ করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের সাথে চুক্তির অধীনে একটি ইনকাম স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড বা আয় স্থিতিশীলকরণের তহবিল পরিচালনা অব্যাহত রাখে।[২৩] ১৯৭৩ সালের আলেন্দে হত্যাকাণ্ড এবং পরবর্তী নব্য উদারীকরণের ফলেই চিলির অর্থনৈতিক উড্ডয়ন ঘটেছে বলে যে মিথ রয়েছে, সম্প্রতি চিলির আপেক্ষিক সমৃদ্ধি নিয়ে এক গবেষণায় জাভিয়ের সান্তিনো তাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। বরং সান্তিনো বলছেন, ১৯৮২ সালের ব্যাংক খাতের বিপর্যয়ে 'শিকাগো বয়েজ'দের (রাষ্ট্রীয় খাতকে যতটা সম্ভব ছোট করার লক্ষ্যে শিকাগো স্কুল অব ইকোনমিকসে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিলিয়ান) সরাসরি ভূমিকা ছিল। ১৯৯০ সালে গণতন্ত্র ফিরে আসার পর এই ভুল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।[২৪]

এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না যে চিলির অর্থনীতি হঠাৎ উত্থান ও পতনের হুমকি থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পেরেছে এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে কোডেলকো যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা সব সময়ই করতে পারবে। ১৯৯৩ সালে প্রফেসর রিচার্ড অটি ও অ্যালসন ওয়ারহার্স্ট যথাযর্থই বলেছেন, 'কোন খনিজ নির্ভর অর্থনীতির টেকসই উন্নয়নের জন্য...খনিজ খাতকে অর্থনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে না দেখে বরং একটি বোনাস হিসেবে দেখা উচিত, যা দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বৈচিত্র্য বাড়ানো যায়', যা কাজে লাগানো যায়, বিশেষত একটি মিনারেল স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড বা খনিজ আয় স্থিতিশীলকরণ তহবিলের মাধ্যমে 'বৈদেশিক বিনিময় এবং করারোপণে খাতভিত্তিক সমন্বয়ের মসৃণকরণে'।[২৫] এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে চিলিয়ানরা নিকট অতীতের সেই বিপর্যয়ের মুখে আবারও যে পড়বে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তামা এখনও চিলির অর্থনীতির মূল ভিত্তি আর সরকার খনিজ আয় স্থিতিশীলকরণ তহবিল পরিচালনা অব্যাহত রাখলেও আইনি বাধ্যবাধকতা মেনে কোডেলকোর আয়ের ১০ শতাংশ সরাসরি সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হয়। কোডেলকোর চুকুইকামটা কমপেক্স এবং এসকন্ডিডা খনি (যার বেশির ভাগই বিএইচপি বিলিটন, রিও টিন্টো ও মিৎসুবিশির মালিকানাধীন) বর্তমানে বিশ্ববাজারের প্রায় ১৬ শতাংশ তামা সরবরাহ করে। তামার বাজারে চিলির প্রাধান্য থাকলেও এই প্রাধান্য সব সময় বজায় থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, (এ বই লেখাকালীন সময়ে) মার্কিন কোম্পানি ফ্রিপোর্ট এবং ফেলপস ডজ বন্ধুত্বপূর্ণ মার্জার বা একীভবনের ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে তাদের হাতে তামার মজুদ চিলির কোডেলকোর চেয়ে বেশি। চিলির অর্থনীতির শিকড় পর্যন্ত না হলেও ডালপালায় যে প্রাচীন 'ডাচ রোগ' বাসা বেঁধেছে তার নানান লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে ২০০৬-এর মাঝামাঝি সময়ে। যেমন একজন আর্থিক খাত বিষয়ক সাংবাদিক মন্তব্য করেন :

"বিভিন্ন ধাতুর উচ্চমূল্য ও বর্ধিত রপ্তানি আয়ের প্রভাবে পেসোর মূল্য বেড়ে গেছে, যার ফলে ওয়াইন ও আঙুর থেকে শুরু করে স্যামন ও কাঠের মত অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা কমে গেছে। বিনিময় হারের বৃদ্ধিতে... এমন এক ভীতি তৈরি হয়েছে যে বাজারবান্ধব সংস্কার, দৃঢ় জনসাধারণ এবং একটি ব্যাপক রাজনৈতিক ঐকমত্যের ওপর নির্মিত চিলির সফল অর্থনৈতিক মডেল হয়ত গতি হারিয়ে ফেলবে।"[২৬]

২০০৫-০৬ সালে তামার নজিরবিহীন মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। শ্রমিকরা তখন স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি লাভের অংশের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিল। যেহেতু বিএইচপি বিলিটন সেই বছরে একাই এক বিলিয়ন ডলার লাভ করেছিল, সেখানকার শ্রমিকদল সেই অভাবনীয় লাভের একটি বৃহত্তর অংশের দাবিতে ধর্মঘট করেছিল। কোডেলকোর ওপরও এর প্রভাব পড়ে এবং উভয় কোম্পানিই এক পর্যায়ে ছাড় দিতে বাধ্য হয়। এদিকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ বাড়ানোর দাবিতে রাস্তায় নেমে আসেন।[২৭] চিলির খোদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও কোডেলকোর আয়ের এত বড় অংশ সশস্ত্র বাহিনীর হাতে তুলে দেয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে এবং তার বদলে জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পক্ষে অবস্থান নেয়। গুরুতর চিন্তার বিষয় হল চিলি তার সামষ্টিক অর্থনীতির জন্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের দ্বারা বিশ্বের মধ্যে সপ্তম শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচ্য হলেও, সামগ্রিক শিক্ষার গুণমানের জন্য ৭৬তম এবং গণিত ও বিজ্ঞানের জন্য ১০০তম হয়েছে।[২৮]

তাত্ত্বিকভাবে নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান সামাজিক প্রত্যাশা পূরণের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা চিলির থাকা উচিত। বাস্তবে সরকার উদ্বৃত্তের বেশির ভাগ দুটি নতুন তহবিলে পাঠাচ্ছে, যা পেসোর সাথে বিনিময় করার পরিবর্তে বরং 'ডলার বিদেশে পাঠানোর উদ্দেশ্যে গঠিত'।[২৯] এটি হল বিশ্বব্যাংক প্রস্তাবিত 'কাউন্টার-সাইক্লিক্যাল' ফর্মুলা যা গ্রামবাসী, শহরের বস্তি এলাকার দরিদ্রতম নাগরিক এবং নিজ অঞ্চলে মৌলিক অধিকার অর্জনে সংগ্রামরত আদিবাসী মাপুচিদের কোন কাজে আসছে না। কৌশলটি হয়ত ২০০৬ সালে পেরুর নব্য উদারপন্থী প্রেসিডেন্ট অ্যালান গার্সিয়ার গৃহীত নীতি-সিদ্ধান্তের তুলনায় কিছুটা ভাল হতে পারে। এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কর্পোরেট খনি কোম্পানিগুলোকে স্বেচ্ছাসেবামূলক 'সামাজিক অবদান'-এর বিনিময়ে রয়ালটির উচ্চ হার থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। তবে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট শাভেজ এবং বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট মোরালেসের সাম্প্রতিক ঘোষণা কিন্তু এর তুলনায় একেবারে ভিন্ন ধরনের–উচ্চ করের মাধ্যমে লাভের বৃহত্তর অংশ গ্রহণের পরিবর্তে তাদের সিদ্ধান্ত হল দেশের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন খনিগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ।

জাতীয়করণ বিকল্প

২০০৬ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার যার যার আওতাভুক্ত বেসরকারি খনি কোম্পানিকে আংশিক বা পূর্ণ জাতীয়করণের ঘোষণা দেয়। এই সরকারগুলোর মধ্যে জিম্বাবুয়ে (যদিও মুগাবে কতকগুলো চীনা কোম্পানির সাথে খনিজ ক্রোম বিষয়ক লোভনীয় চুক্তি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন) এবং গণতান্ত্রিক মঙ্গোলিয়ার সরকারও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন পর্যন্ত যে দেশটি বিদেশি মালিকানাধীন খনির মালিকানা সম্পূর্ণ দখল করে নিয়েছে তা হল একেবারে গণতন্ত্রবিরোধী দেশ উজবেকিস্তান। লাখ লাখ ডলার কর বকেয়া থাকার দাবি করে দেশটির সরকার ২০০৬ সালে নিউমন্টের স্বর্ণ সম্পদ কেড়ে নেয়। বহু বছর ধরে চলে আসা নির্মম বিদেশি শোষণের অবসান ঘটানোর যে প্রতিশ্রুতি ভেনিজুয়েলা ও বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ভোটদাতাদের দিয়েছিলেন, তার বাস্তবায়ন নিয়ে সকলেরই ব্যাপক আগ্রহ ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত হুগো শাভেজ বা ইভো মোরালেস কেউই তাঁদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেননি, এবং সম্ভবত তাঁরা কেউই তা কখনও করবেন না। ২০০৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি ভেনিজুয়েলার খনি বিষয়ক খসড়া আইনে রাষ্ট্রের কাছে খনির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে এবং 'দশকের পর দশক ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি কোম্পানির স্বার্থের কাছে জিম্মি হয়ে থাকা হাজার হাজার ক্ষুদ্রায়তনের খনি খননকারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে...' '...সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার এবং কার্যকরভাবে খনিজ সম্পদ জাতীয়করণের' পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়।[৩০] আসলে শেষোক্ত বিধানটি ভেনিজুয়েলার সংবিধানে আগে থেকেই ছিল। এখন পর্যন্ত শাভেজের 'সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের' প্রতিশ্রুতিটি খনি কোম্পানিগুলোকে তাদের সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে বাধ্য করার পরিবর্তে বরং অব্যবহৃত ইজারা প্রত্যাহার ও জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ২০০৬ সালে পাস হওয়া বলিভিয়ার খনিজ সম্বন্ধীয় আইনে খনির মালিকানা জাতীয়করণের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। বরং বলিভিয়ার উপরাষ্ট্রপতি খনি কোম্পানিগুলোকে আশ্বস্ত করার জন্য বলেছেন, 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই...কর্মসংস্থানের জোগান দেয়...এমন দেশি বা বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগে...স্পর্শ করা হবে না'।[৩১] উভয় দেশের খনি মালিকরা যে এর ফলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

> এই রূপান্তর বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণিত হতে পারত দেশের খনিজ সম্পদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ শ্বেতাঙ্গদের হাত থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের নিকট হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে। লাখ লাখ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হত দখল করা জমির পুনরুদ্ধার, ঐতিহাসিক দখলের ক্ষতিপূরণ এবং ভূগর্ভস্থ সম্পদসমূহের ওপর অপরিবর্তনীয় আইনি অধিকার অর্জন।

দক্ষিণের সরকারগুলো যখনই বিদ্যমান বিনিয়োগ নীতমালায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করার চেষ্টা করে, তখনই তারা ব্যাপক বাধার সম্মুখীন হয়। আসলে এই সমস্ত দেশের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া চুক্তিগুলো পুরোপুরি বিদেশি কোম্পানির স্বার্থের অনুকূলে তৈরি। উদাহরণস্বরূপ চিলির বৈদেশিক বিনিয়োগ বিষয়ক বিধিমালার কথা বলা যায়, 'যেখানে [এই কোম্পানিগুলোকে] কার্যত সকল ধরনের কর অব্যাহতি দেয়া হয়েছে'। এই বিধানের অধীনে খনি কোম্পানিগুলো ১৯৯১ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে ১৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রাজস্ব প্রদান করে; একই সময়ের মধ্যে কোডেলকো এর দশ গুণ (১০.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) রাজস্ব দিয়েছে।[৩২] খনি কোম্পানিগুলো অসংখ্যবার 'চুক্তি ভঙ্গের' অভিযোগে ক্ষতিপূরণের মামলা করার হুমকি দিয়েছে। ২০০৩ সালে বেশ কয়েকটি কোম্পানি ইন্দোনেশিয়ার সরকারকে বলে যে তারা আন্তর্জাতিক সালিসি আদালতে যাবে, যদি ১৯৯৯ সালের বন আইনের আওতা থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া না হয়। এই বন আইন অনুসারে ১১ মিলিয়ন হেক্টর সংরক্ষিত বনভূমিতে তাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়।[৩৩] সংসদের ভেতরে ও বাইরে প্রতিবাদ হওয়ার পরেও ১৩টি খনি কোম্পানি অব্যাহতি পেয়ে যায়। ২০০৫ সালে মঙ্গোলিয়া যখন দেশের খনিজ সম্পদের আংশিক মালিকানা গ্রহণের কথা ঘোষণা দেয়, একসঙ্গে পঞ্চাশেরও বেশি কোম্পানি জোট বাঁধে এবং কাজ গুটিয়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেয়। এরপর কয়েক দিনের মধ্যেই নবগঠিত মন্ত্রিসভা এই পরিকল্পনায় যথেষ্ট পরিবর্তন আনে। ২০০৬ সালে কানাডার গ্যামিস গোল্ড হন্ডুরাসের সরকার ও সিরিয়া উপত্যকায় খনির কাছাকাছি বসবাসকারী অধিবাসীদের জানায় যে 'যদি এন্টার ম্যারেস খনি সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ছাড় না পাওয়া যায় তাহলে সময়ের আগেই খনি বন্ধ করে দেয়া হবে'। মাইনিংওয়াচ কানাডার জেমি নিন যেমনটি বলেছেন: 'এর মাধ্যমে জীবিকার জন্য খনির ওপর নির্ভরশীল স্থানীয় মানুষদের শাস্তি পেতে হবে এবং তাদের সেই কৃষকদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, যারা গ্যামিস গোল্ডকে দূষণ ও পানিসংকটের জন্য দায় স্বীকার করানোর চেষ্টা করছেন'।[৩৪]

কর আরোপণ নিয়ে প্রশ্ন

বিশ্বব্যাংক/আইএমএফের কাঠামোগত সমন্বয় কার্যক্রম সংস্কার, দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে খনিজ সম্পদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য গঠিত উপনিবেশ-পরবর্তী, কর ব্যবস্থার একটি বড় অংশকে দুই দশক ধরে সফলভাবে অকার্যকর করেছে। এখনও এই ক্ষয়ের প্রভাব অনুভব করা যায়। তানজানিয়াকে সাম্প্রতিককালের একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এখানে ১৯৯৭ সালে নব্য উদারনৈতিক খনিজ পদার্থ সংক্রান্ত আইন পাস হয়, ফলে খুব দ্রুত পূর্ব আফ্রিকার এই দেশটি দক্ষিণ আফ্রিকা ও ঘানার পরে আফ্রিকার তৃতীয় বৃহত্তম স্বর্ণ উৎপাদনকারী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বিশ্ব সোনা পরিষদ এবং বিশ্বব্যাংক–উভয়ই তানজানিয়ার আর্থিক হিসাবকে 'একটি সাফল্যের কাহিনি' বলে দাবি করে। বিশ্বব্যাংক গর্বের সঙ্গে ইঙ্গিত করে যে প্রতিবছর দেশের সর্বমোট বিদেশি বিনিময় আয়ের প্রায় অর্ধেক খনিজ সংক্রান্ত রাজস্ব মিটিয়ে থাকে। তানজানিয়ার বড় খনি কোম্পানিগুলো খননকাজের জন্য একচেটিয়াভাবে ব্যবহৃত দ্রব্য ও সরঞ্জামের ওপর রাষ্ট্রের সাধারণভাবে প্রযোজ্য ২০ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) থেকে মুক্ত। একই সাথে কোম্পানিগুলোর আয় এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির খরচ সংক্রান্ত ব্যয়ের মাঝে ভারসাম্য বজায় থাকে। তারা তাদের প্রাথমিক ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ না দেয়া পর্যন্ত যৌথ কর থেকেও মুক্ত থাকে। অতএব, এটা বিস্ময়কর নয় যে, তানজানিয়ার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৩.২ শতাংশ খনি থেকে আসে। এখানে মজুরি কম (দক্ষিণ আফ্রিকায় গড়ে ১০ ভাগের এক ভাগ) এবং যে সকল ভূমিতে আগে ক্ষুদ্রআকারের খনিতে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করেছে, বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে সেই ভূমি দখলের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর ফলে তাদের স্থানীয় অর্থনীতি বিপন্ন হতে চলেছে।[৩৫]

এর মানে এই নয় যে খনিজনির্ভর দেশগুলোকে এভাবে প্রয়োজনীয় আয়ের লুণ্ঠনের মত করের অযৌক্তিক নিয়মাবলির অধীনে

থাকতে হবে। তাত্ত্বিকভাবে ভাল আয়ের (খাজনা) উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, যদিও সম্পূর্ণ জাতীয়করণের মধ্যে সম্ভাব্য আত্মধ্বংসাত্মক কাজটি কম হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কর রোধ উত্থাপন করা এবং লভ্যাংশের ওপর ও একই সাথে খনিগুলোর ওপর কর ধার্য করা। সরকার রপ্তানি ও আমদানির শুল্ক বৃদ্ধি করতে পারে, রাজস্ব ভাতা বাতিল করতে পারে, সমুদ্রতীরাতিক্রান্ত উপার্জনের পথ নিষিদ্ধ করতে পারে এবং বৃহত্তর যৌথ মুনাফা গ্রহণের সময় 'অনিয়ন্ত্রিত' কর আরোপ করতে পারে। সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তারা কর ছুটি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে পারে। কিন্তু আরও ন্যায়সংগত দিকে কোনও মৌলিক পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্রের সহযোগিতা ও একত্রে 'কর বাড়ানোর' ক্ষেত্রে আয়ের বণ্টন আনুষঙ্গিক হতে হবে। কেবল তখনই তারা এক সরকারের 'নমনীয়' নীতিমালার বিরুদ্ধে আরেক সরকারের 'কঠোর' নীতিমালা বন্ধ করে শিল্পের 'ভাগ করো, শাসন করো' নীতিকে পরাজিত করতে পারে। খুব বেশি সময় যায়নি, যখন কয়েকটি দেশে যথেষ্ট বড় এবং অনন্য উচ্চমানসম্পন্ন ধাতব আমানত ছিল যে তারা অন্তত তত্ত্বগতভাবে তাদের নিজস্ব উচ্চমূল্য নির্ধারণ করতে পারত। বিস্তারিত বলতে গেলে, এটি এখন আর আলোচনার বিষয় নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা প্লাটিনামের প্রধান উৎস, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সাবসাহারান রাষ্ট্রগুলোকে তাদের অর্থের চালান দেয়ার জন্য রাশিয়ার কাছে পর্যাপ্ত মজুদ (ঠিক কতটা সরকার প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানায়) আছে। বহু বছর ধরে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (সাবেক জায়ারে) নিকেল জাতীয় ধাতু সরবরাহে বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করেছে। সাম্প্রতিক মারাত্মক ক্ষতি সংক্রান্ত সংঘর্ষের কারণে দেশের মধ্যে খনন ও সরবরাহের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়েছে, তৎসত্ত্বেও জিকামিন্স রাষ্ট্রীয় খনির বৈদেশিক সম্পদ লুণ্ঠনের পর প্রতিবেশী জাম্বিয়ার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়েছে। সহজলভ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিকেল ধাতু থেকে এই কৌশলগত খনিজ প্রক্রিয়াজাত করার জন্য, নিউ ক্যালেডোনিয়ায় সিভিআরডি/ ইনকো গোরো এন্টারপ্রাইজ এবং পাপুয়া নিউ গিনিতে চীনা অর্থায়নকৃত রামুর মত অবৈধ খনি কোম্পানি ভাল প্রতিযোগিতা ছেড়ে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র থেকে খুব শিগগিরই চলে যেতে পারে।[৩৬]

রয়ালটি প্রসঙ্গে

এই নয়া উদারনৈতিক সময়ে, রাষ্ট্র এবং খনি কোম্পানিগুলোর (শিকারি এবং তাদের শিকার) মধ্যে দর-কষাকষি হয় মূলত রয়ালটির হার নির্ধারণকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে রয়্যালটি প্রচলন করার ব্যাপারটি খনি কোম্পানিগুলো সহজে মেনে নেয়। ২০০৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে পেরুর সরকার এই চেষ্টা করে দেখে এবং স্বাভাবিকভাবেই নিউমন্ট কোম্পানির আক্রমণের মুখে পড়ে। এই আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যেসব বিদেশি মালিকানাধীন সংস্থা ইতোমধ্যে 'স্থিতিশীলতা' চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, তাদের নতুন করের দায় থেকে মুক্ত করা।[৩৭] পরে একটি নতুন সরকার আসে এবং খুব শিগগিরই সেই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে।

যদি কোন রয়্যালটি ইতোমধ্যেই নির্ধারিত থাকে, তাহলে খনি কোম্পানি ও খনি মন্ত্রণালয় উভয়েই আপস করার ব্যাপারে একমত হয়। রয়্যালটির প্রচলিত হার গড়ে ১ থেকে ৩ শতাংশেরও কম। রয়ালটির হার নির্ধারণ করা হয় সাধারণত মুনাফা, বিক্রয় বাবদ আয় কিংবা খনিজের নিজস্ব (in situ) মূল্যের ওপর। কোম্পানিগুলো সাধারণত মুনাফার ওপরে রয়্যালটি নির্ধারণই পছন্দ করে, কারণ এটি নিম্নতর। কিন্তু তৃতীয়টির (খনিজের নিজস্ব মূল্য) মাধ্যমেই কেবল নাগরিকদের পক্ষে সেই সম্পদের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব, যা একবার তুলে ফেলা হলে আর পাওয়া যায় না। তবু এর মাধ্যমে সেই হারানো সম্পদের মূল্য নির্ধারণের সমস্যার সমাধান হয় না। এমনকি এর মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে আয় কিভাবে বণ্টন করা হবে তা-ও নির্ধারিত হয় না। খনিজ সম্পদ উত্তোলনকারী খুব কম দেশই আছে, যারা উত্তোলিত সম্পদের অংশীদারত্বকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সম্প্রদায়, আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মধ্যকার বিরোধ এড়াতে পেরেছে। উদাহরণস্বরূপ, গত বছর ভারতে দিল্লি সরকার কয়লাসমৃদ্ধ রাজ্যগুলোর জন্য কয়লার বাজারমূল্যের ওপর আংশিক রয়ালটি প্রস্তাব করেছিল। রাজ্যগুলো এতে মোটেই খুশি হয় নি, বরং তারা কয়লার রয়ালটির হার ২০ শতাংশ নির্ধারণ করে তার পুরোটাই তাদের প্রদানের দাবি করে।[৩৮] (চলবে...)

রজার মুডি: গবেষক, সংগঠক।
ইমেইল: partizans@gn.apc.org
অপরাজিতা মিত্র: শিক্ষার্থী, অনুবাদক।
ইমেইল: aporajitamitra25@gmail.com

তথ্যসূত্র:

২৩. S.Tali, *Caspian Oil Windfalls: Who will Benifits?* , Open Society Institute, New York, 2003.

২৪. See J. Santino, *Latin America's Political Economy of the possible: Beyond Good Revolutionaries and the Free Marketeers,* MIT Press, Boston, MA, 2006

২৫. R. Auty and A Warhust, ` Sustainable development in mineral exporting economies', *Resources Policy,* London, March 1993, 19(1):29.

২৬. R. Lapper, ` Copper boom prompts Chile to save now and spend later', *Financial Times*, 18 May 2006.

২৭. D. Kosich, `Chilean mining union seeks 5% wage hike, large bonus', *Mineweb*, 13 October 2006

২৮. D. Kosich, `Record copper revenues will go to help Chile's social programs', *Mineweb,* 6 October 2006

২৯. Lapper, `Copper boom'.

৩০. Quoted by D.Kosich, `Muy rapido Venezuela mining law reform on agenda', *Mineweb*, 19 June 2006.

৩১. D. Kosich, `Bolivia's President cries "nationalisation" again while ministers insist mining has nothing to fear', *Mineweb*, 17 October 2006

৩২. `How much do mining companies contribute?', Noticias Alindos, 27 January 2005.

৩৩. `Public outcry over mining threat to Indonesian protected forests', Press statement, Mineral Policy Institute, Australia, 23 June 2003.

৩৪. J. Kneen, `The social licence to mine: passing the test', Presentation to the Round Table on Corporate Social Responsibility, Montreal, Miningwatch Canada, Ottawa, 14 November 2006.

৩৫. Tom Maliti, `Miners begin to feel the rumblings from tax-starved Tanzania', Associated Press report, 30 October 2006.

৩৬. See Cobalt News, published by the Cobalt Development Institute, Guildford (UK), January 2006, p. 8.

৩৭. W. Gluschke, `Peru sets new royalty rates', Mineweb, 7 June 2004.

৩৮. G. Maxumdar, `States reject coal royalty formula', Hindustan Times, Ranchi, 1 March 2006.